Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

01 September 2025

The Country Today



Chinese delegation calls on DU VC

DU Correspondant

A four-member delegation led by Ms Yutianqi, Deputy Director of the Center for Language Education and Cooperation (CLEC) of the Ministry of Education of China called on Dhaka University (DU) Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan on Sunday at his residential office of the university. She was accompanied by Yin Dongmin, Li Minghang and Li Zheqiu, high officials of the same ministry.

During the meeting they discussed matters of mutual interests specially the possibilities of Continued to page 2

Chinese delegation

strengthening ongoing joint collaborative academic and research programs on language and culture among Dhaka University and different universities in China. Exchange of cultural teams between Bangladesh and China was also discussed in the meeting. Besides, they discussed the possibilities of undertaking joint-degree programs, capacity building programs and training programs on artificial intelligence technology among Dhaka University and various Chinese universities.

Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan said, the historical relationship between Bangladesh and China has been prevailing for long years. Bangladeshi students go to China every year for pursuing higher study, he pointed out. He sought cooperation from Chinese delegation in increasing number of scholarship for DU students for higher study in China.

Deputy Director of CLEC Ms Yutianqi expressed her willingness to provide training for development of skills of local Chinese language teachers at DU. She said, an international conference on Chinese language and culture will be held in November next in China. She invited DU VC to attend it.

DU VC thanked the guests for their visit to Dhaka University and keen interest in its academic and research activities.

The New Nation

Chinese delegation calls on DU VC

City Desk

A four-member Chinese delegation led by MsYutianqi, deputy director of the Center for Language Education and Cooperation (CLEC) of the Ministry of Education of China, called on Dhaka University (DU) Vice-Chancellor (VC) Professor Dr. Niaz Ahmed Khan at his residential office of the university.

She was accompanied by high officials of the same ministry, says a DU press release.

During the meeting, they discussed matters of mutual interests specially the possibilities of strengthening ongoing joint collaborative academic and research programs on language and culture among the DU and different universities in China.



Exchange of cultural teams between Bangladesh and China was also discussed in the meeting.

Besides, they discussed the possibilities of undertaking joint-degree programmes, capacity building programmes and training programmes on artificial intelligence (AI) technology among the universities of both countries.

The VC Prof Niaz Ahmed Khan said the historical relationship between Bangladesh and China has been prevailing for many years. Bangladeshi students go to China every year to pursue higher study, he added.

He sought cooperation from the Chinese delegation in increasing the number of scholarships for the DU students for higher studies in China.

নয়া দিগন্ত



চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষাশিক্ষা ও সহযোগিতা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মিস ইউতিয়ানকির নেতৃত্বে ৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবি ভিসির সাথে চীনা প্রতিনিধিদলের সাক্ষৎ

চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষা শিক্ষা ও সহযোগিতা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মিস ইউতিয়ানকির নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সাথে তার বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। এ সময় তার সাথে ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইয়িন ডংমিন, লি মিংহাং এবং লি ঝেকিউ ও উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

ঢাবি ভিসির সাথে চীনা

৩য় পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক দল বিনিময় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া তারা যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রাম, সমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার জন্য চীনে যায়। তিনি চীনে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাবি শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে প্রতিনিধি দলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় মিস ইউতিয়ানকি ঢাবিতে কর্মরত স্থানীয় চীনা ভাষার শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, আগামী নভেম্বরে চীনে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগ দেয়ার জন্য তিনি ঢাবি ভিসিকে আমন্ত্রণ জানান। বিজ্ঞপ্তি।

The Bangladesh Today



A four-member delegation led by Yutianqi,Deputy Director of the Center for Language Education and Cooperation of the Ministry of Education of China called on Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan yesterday at his residential office of the university.
Photo: Courtesy

Chinese delegation calls on DUVC

A four-member delegation led by Yutianqi,Deputy Director of the Center for Language Education and Cooperation (CLEC) of the Ministry of Education ofChina called on Dhaka University (DU) Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan yesterday at his residential office of the university. She was accompanied by Yin Dongmin, Li Minghang andLi Zheqiu, high officialsof the same ministry, a press release said..

During the meeting they discussed matters of mutual interests specially the possibilities of strengthening ongoing joint collaborative academic and research programs onlanguage and culture among Dhaka University and different universities in China.Exchange of cultural teams between Bangladesh and Chinawas also discussed in the meeting. Besides,they discussed the possibilities of undertaking joint-degree programs,capacity building programs and training programs onartificial intelligence technology among Dhaka University and various Chinese universities.

Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan said, the historical relationship between Bangladesh and China has been prevailing for long years. Bangladeshi students go to China every year for pursuing higher study, he pointed out.He sought cooperation from Chinese delegationin increasing number of scholarship for DU students for higher study in China.

Deputy Director of CLEC MsYutianqiexpressed her willingness to provide training for developmentof skills of local Chinese language teachers at DU.She said,an international conference on Chinese language and culture will be held in November next in China. She invited DU VC to attend it.

DU VC thanked the guests for their visit to Dhaka University and keen interest in its academic and research activities.

ইত্তেফাক



সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, মব ও গণহারে অযৌক্তিক মামলা ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক —ইত্তেফাক

এর চেয়ে জঘন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখিনি : সামিনা লুৎফা

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

'কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে বাংলাদেশকে অস্থির করে তুলছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা। তিনি বলেন, এই অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়ে আর কোনো জঘন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা দেখিনি।'

রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক' আয়োজিত নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

সামিনা লুৎফা বলেন, 'পুরো বছর জুড়ে যখন শ্রমিক, তথা আপা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, তখন কিন্তু কাউকে আমরা কথা বলতে দেখিনি। এখন যেহেতু সরকারের উপদেষ্টারা নিন্দা জানাচ্ছেন, যেখানে তাদের দায় হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা। সেটা করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার দায় তাদের নিতে হবে।'

সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়টির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন বলেছেন, 'চব্বিশ ছিল কথা বলার স্বাধীনতা। কথা বলতে গিয়ে এখন মানুষ বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে। হঠাৎ করে ৫ আগস্টের পর নিজেদের ক্ষমতায়িত মনে করছে একটি গোষ্ঠী, দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মতপ্রকাশের পরিসর ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। এই সংকোচন দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্যই বলি দেশের ঘাড়ে আসলে ভূত চেপেছে। এই ভূত আমাদের সরাতে হবে।'

এই সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষকরা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন। এ সময় তারা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সভা করতে গিয়ে হামলা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জনকে গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন।

তারা বলেন, এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপত্তা বিধানে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

The F-Express 01-09-2025



A group of Dhaka University academicians, under the banner of University Teachers' Network, organised a rally at the base of Aparajeyo Bangla on the campus on Sunday, to express concern over the present 'law and order situation, and attacks on freedom of expression'. — FE Photo

প্রথম আলো

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ডাকসুতে বিগত ৫৪ বছরে নির্বাচন মাত্র ৭ বার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের মধ্যেও ৯ বার ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। বন্ধ হয়ে যায় ১৯৯১ সালের পর।

আসিফ হাওলাদার, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১০৪ বছর আগে, ১৯২১ সালে। আর বিশ্ববিদ্যালয়টির কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম ভোট হয় ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে। সেই থেকে ১০০ বছরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ৩৭ বার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৫৪ বছরে নির্বাচন হয়েছে সবচেয়ে কম, মাত্র সাতবার।

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদগুলো গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, আবৃত্তি, রচনা ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং নানা ধরনের প্রকাশনা বের করার কাজই বেশি করেছে। ষাটের দশকেও এসব হয়েছে। তবে ষাটের দশকের শুরুতে শিক্ষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ডাকসুর ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের রাজনৈতিক ভূমিকাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১



Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

01 September 2025



ডাকসুতে বিগত ৫৪ বছরে নির্বাচন মাত্র ৭ বার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতাসংগ্রামে নতুন প্রজন্ম বাড়তে থাকে। ১৯৭২ সালে নতুন করে গণতন্ত্রের যেন্নার লয় ডাকসুর নির্বাচনই শুরু হয়ে যায়। প্রায় তিন দশক পর সর্বশেষ ২০১৯ সালে এক সভা ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন হয়েছিল। তবে বিভিন্ন সেই নির্বাচনের পর ডাকসু ও হল সংসদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এবার ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে। ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নির্বাচনে কয়েকটি বড় প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেগুলো হলো: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি আবার নতুন প্রজন্মদানির ছাত্ররাজনীতির জন্ম দেবে, জন্মদানে কি অন্তর্ভুক্তিমূলক ছাত্রসংগঠনের দখলে চলে যাবে, শিক্ষার্থীদের কি আবার গণতন্ত্রে আকর্ষণ হবে, ছোট করে মিছিলে আসা হবে, আগের মতো নির্বাচন ও নির্বাচন চলবে?

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা আছেন, চল একজন ও নির্বাচনের সাংস্কৃতিক এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের একটি বড় ইস্যু হলো। যাঁরা এর বিরোধিতায় ছিলেন, তাঁদের ভোটে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি। এ ধরনের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছাত্রসংগঠনগুলোও এবার তুলনামূলক ভালো পরিচিতি ও শিক্ষার্থী-অভিযোগের পক্ষে সরব থাকা নেতাদের প্রার্থী করেছে। ছাত্রনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছাত্রসংগঠনগুলোর বাইরের পক্ষিপার্থী পরিষদ ও প্রার্থী দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা চান, বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল সংস্কৃতি, গণরুম, নৈরাজ্য (হাতিরঝিলে আন্দোলনরা দেখাতের ঘাসে নির্যাতন), ছোট করে মিছিলে নেওয়ার প্রশাসন আর ফিরে না আসুক; বরং তাঁরা চান, ডাকসু ও হল সংসদ মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে কথা বলুক; ক্যাম্পাসে শান্তি, পুলশনা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকুক। ছাত্রজোর কথা বলে বন্ধুর, বিতর্ক, আবৃত্তি, গ্রন্থনা ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনিরুজ্জামান কিবরিয়া শিক্ষার্থী আহ্বানে সকীয় বক্তব্য আলোকে বলেন, 'সেবার মতো প্রথম ধাপে থেকেই হলে সিট পাব, গণরুম-সেইজন যাতে আর ফিরে না আসে, ক্যাম্পাস-ফ্যাসেস্টিবিরোধীদের যেন সুলভ মূল্যে ভালো খাবার পাওয়া যায়, শিক্ষার পরিবেশটা যাতে ঠিক থাকে—এসব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন, এমন প্রতিনিধিই আমরা চাই।' তিনি বলেন, নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে ছাত্রীদের বিরুদ্ধেকার সংগঠনের বা ব্যক্তিরা অনধিকার চর্চার থাপার থাকবে। ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতি হাতেই আরোগ্যে পরিবর্তন আসবে।

ডাকসুর ১০২ বছর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ছোট্ট নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেন ডাকসু ও হল সংসদের নেতারা। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ডাকসু ছিল না। ২০১৯ সালে প্রথম আলোচয়ে লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ (প্রয়াত) 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে ছাত্র সংসদ হলো' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি জানান, ১৯৫২ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরুর পর ২৩ সেপ্টেম্বর ভুলবিদ্য হল ইউনিয়ন গঠিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকা হল ইউনিয়ন ও জগন্নাথ হল ইউনিয়ন এবং ১৯২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষে গঠিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের ছাত্র ইউনিয়ন' (১৯৩৩-৩৪ শিক্ষাবর্ষে গঠনতন্ত্র বদলে এর নামকরণ হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের ছাত্র সংসদ (ডাকসু)')।

শুরুতে নির্বাচনের ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ছিল। তখন হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতো। সেখানে ডাকসু প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন। ডাকসু প্রতিনিধিদের ছোট্ট নির্বাচিত বলেন ছেন্ট্রীয় ছাত্র সংসদের তিনি (সহসভাপতি) ও তিনজন ছেন্ট্রাহল সম্পাদক)। পরীক্ষাকে বহেন বছর একেক হল থেকে তিনি ও একেক হল থেকে তিনজন নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম ছিল।

১৯৭০ সালে শুরু হয় সদস্যদি ভোটিদানপত্র। যাতে হলো, শিক্ষার্থীদের ছোটের তিনি ও তিনবাসয় ছেন্ট্রীয় ছাত্র সংসদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করা শুরু হয়।

মোহাম্মদ হাননানের বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩৩ থেকে ১৯৭১) বইয়ে তথ্যসহায় ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে তিন ইতি প্রার্থিতা ছিল। হল সংসদে নির্বাচনে পরিষিতি সন্তায় সংগঠনের নেতারা নিজেরা মনে ভোটে নেতৃতা দিতেন। এ টাইপের নাম হতো 'প্রার্থনির্ভর প্যানেল'। সাধারণ ছেন্ট্রীয় সংসদের প্রার্থীরা বাসায় বন্ধুদের নিতেন। কিন্তু হল সংসদের প্রার্থীদের বেশির ভাগ ইতেছিতে বন্ধুরা নিতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি—সবকিছুর প্রভাবই তখনের ছাত্রদের ওপরে পড়ত।

মাটির দুর্গের শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন ছিল ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। অন্যদল ছাননান লিখেছেন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠনে জন্য ছাত্রদের মধ্যে একটি পেশাদার গোষ্ঠী গড়ে ওঠেন। নাম দেন ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন (ন্যাসাফ)। এই বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রথম ক্রমক হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৬৩ সালে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ফেডারে ফেলো ছাত্রদলে এনএসএফের বিজয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ প্যানেলে আগুয়ান করে। তবে কেন্দ্রীয় সংসদ ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত ছাদের ঘাস জেনেল ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন জেনারেল ও গবেষক মতিউর আহমেদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, হলের ভোটারভিত্তিক পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ডাকসু তিনি ছাত্রইউনিয়ন ডোবাসের আগুয়ান (আওয়ামী লীগ সেবা)। কিন্তু ১৯৬৩ সালের পর থেকে ডাকসুতে সরাসরি ভোট দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকে হলসংসদে সভাপতীরা বসত। পরে এটির রাজনীতিকীকরণ হয়ে যায়।

সত্তরের নির্বাচনে স্বাধী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন জেনারেল ও গবেষক মতিউর আহমেদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, হলের ভোটারভিত্তিক পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ডাকসু তিনি ছাত্রইউনিয়ন ডোবাসের আগুয়ান (আওয়ামী লীগ সেবা)। কিন্তু ১৯৬৩ সালের পর থেকে ডাকসুতে সরাসরি ভোট দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকে হলসংসদে সভাপতীরা বসত। পরে এটির রাজনীতিকীকরণ হয়ে যায়।

শিক্ষক হলে, প্রতিবছর ডাকসুর নির্বাচন হবে। তবে তা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল সংসদ চালুর পর ব্রিটিশ আমলের ২৩ বছরে ভোট হয়েছে ১৫ বার। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ২২ বছরে ভোট হয়েছে ১৬ বার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডাকসুতে ভোট বন্ধের ধারাবাহিক একা একাপর্যন্তে বহুই হয়ে থাকা এ সময়ে নির্বাচন হয়েছে সাতবার।

১৯৭২ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বছর ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন হয়নি মুক্তের কারণে। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে ডাকসুর তিনি পদে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও তিনজন পদে মাহবুব আমান নির্বাচিত হন। তাঁরা দুজন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন।

১৯৭৩ সালে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার জন্য জন্য দেওয়া কথা হয়নি। ওই বছর ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ভোট দীপে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। এই দুই ছাত্রসংগঠনের যৌথ প্যানেলের নাম দেওয়া হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সাধারণ পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী আ ন ম আবদুল হক-সমর্থিত ক্রমন ছাত্রলীগের অন্তর্ভুক্ত ছিল বেশ পক্ষ। ১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত ভোট গ্রহণ হয়, সন্ধ্যায় ভোট গণনা শুরু হলে পরাণী হয় দুপক্ষই।

পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর সৈনিক ইত্তেফাক-এর খবরে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনে গোলযোগ, চলছেলোতে ছিনতাই করা হয়েছে বলেই পক্ষ। এ ঘটনায় পরদিনের সেবাদোলন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ক্রমন্থী ছাত্রলীগ। কুদিত হয় ভোট গণনা। পরে ঘোষণা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। ভাকসুর ও ছাত্র ইউনিয়ন ক্রোনপুরুষ ফজলুল কাদের চৌধুরী।

১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত পাঁচবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হয়। এর মধ্যে মাহবুবুল হকমান মাহা (বাসন ছাত্রলীগ) ধুবার, আশরাফুজ্জামান (বাসন ছাত্রলীগ) একবার, সুলতান মোয়াজ্জম চানসুর ওয়াহান (ছাত্রলীগ) একবার ও আমান উল্লাহ আমান (ছাত্রদল) একবার তিনি নির্বাচিত হন। তিন পদে আশরাফুজ্জামান দুবার এবং তিন উমীন আহমেদ বাবলু (বাসন ছাত্রলীগ), দুলতার হোসেন (ক্রাসন ছাত্রলীগ) ও খায়রুল কবির খোকন (ছাত্রদল) একবার করে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৯১ সালের পর ৯৯ বছর বন্ধ ছিল ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। সবশেষ ২০১৯ সালে একটি ছাত্রবিষ্ট নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নূরুল হক (বাম গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি) তিনি ও ছাত্রলীগের (এখন নিষিদ্ধ) সোলাস বাঙ্গালী জিএস হন।

লেখক ও গবেষক মতিউর আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্রদের জন্মকের পেয়ের দিতে ছাত্র সংসদ দলীয় প্রভাব পড়তে থাকে। রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ছাত্রসংগঠনের নেতারা ছাত্র সংসদে ভাড়া শুরু করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রত্র পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসুর নেতা হতে ছাত্রত্র টিপিয়ে ভাগার প্রণবতা দেখা গেছে।

কেন নির্বাচন হয়নি

১৯৯১ সালের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অস্থায়ীদের সদলে ছাত্রসংগঠনের দখলে ছিল। পর বছর পর্যন্ত পালা করে অস্থায়ত্ব ছিল সিএনপি ও আওয়ামী লীগ। অস্থত্ত্ব থাকার সময় দল দুটি ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়নি এই আশঙ্কায় যে তাদের ছাত্রসংগঠনের (ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ) পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং ক্যাম্পাস তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে অন্য সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বড় ভূমিকা ছিল। সবগুলো প্রার্থ ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে ক্যাম্পাসের সিয়াত্রণ ব্যবস্থা পরাক্ত দাবিও না।

এই সময়ত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যানেলভে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (এখন নিষিদ্ধ) ছাত্র সিয়াত্রণ করেছে। ও সময় শিক্ষার্থীদের গণকক্ষে রেখে জোর করে মিছিলে নেওয়া হতো, হলের খেইরুম বা অতিথিকক্ষে আন্দোলনকারী শেখানোর ভাড়ে নির্যাতন করা হতো, হল থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটত বিস্তর। ছাত্রদলোতের সিকে সরাসম, টলনাজি ও টেরোরাইজিং'ক্রিয়েশন করেছে।

জাতীয়তার পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অন্তত ৭টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। বিগত সাড়ে ১৩ বছরে ক্যাম্পাসে তিন ছাত্রলীগের সভাপতি। এ সময় নির্যাতনের মাত্রা ভয়াবহ ছাড়িয়ে যায়। ৩৭এর সালের জুলাইয়ে ঐকমত্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার পর ছাত্রলীগকে হল থেকে বের করে দেন শিক্ষার্থীরা। এখন হলে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র সংগঠন শিক্ষার্থীর নাম নিয়ে কোনো কোনো সংগঠন কাদের নেতা-সাধীদের মাধ্যমে হলের অর্থকড়ির প্রকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অবশ্য ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও হলে শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা যাবে এবং সেটাই কার্যকর ব্যবস্থা হবে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা। তাঁরা বলছেন, এ ধরনা প্রতিনিধির ডাকসু নির্বাচন হওয়া দরকার।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কবে ছাত্রদলের তিনি প্রার্থী অধিকার ইসলাম খান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণরুম ও গেস্টরুম সংস্কৃতির বুলোৎপাদন করা হবে। ক্যাম্পাসে ফাঁসি থাকা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক যে অপসংস্কৃতিগুলো ছিল, তা বন্ধ করব।'

ডাকসুতে তাঁর হালনে 'টেলিংরে ডাকসু' দিয়েছে তিন প্রকারের নির্বাচনে কতন্ত্র শিক্ষার্থী এবং পাশাপাশির তিনি প্রার্থী ইমাম আবুজা ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত বেরাদারিপ্রার্থী শিক্ষার্থী সংসদের ভিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।

ইমাম আবুজা প্রথম আলোকে বলেন, গণরুম ও ছাত্রের সদস্যক্রমে শিক্ষিতার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছে ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদ। 'শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং ফ্যাসিবাদ আন্দোলনে ডাকসুর ভূমিকা ঐতিহাসিক। তিনি বলেন, 'আমরা নির্বাচিত হলে সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে ধারণ করতে চেষ্টা করব। ওর কাউয়ে কার্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সমস্যা, সামাজসাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোকে তাদের আওয়াজের দেব।'

বন্ধুদিকে আবু বাকের মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের অধিকার, শেশর জলাশয়ে পক্ষে বাসই একক্ষর হওয়ার আশাদাশি শিক্ষার্থীদের সুলাভিক নয়র ভোলার ভেতে ডাকসুর ভূমিকা অনীম হয়ে আছে। আমরা ডাকসুকে সেই পুরাদো গৌরবের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে চাই।'

ডাকসু নির্বাচন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

ডাকসু নির্বাচন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শিক্ষিতাদের প্রবীণ শিক্ষক, বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। তাঁরা বলছেন, ডাকসু নির্বাচন জাতীয়ভাবে অনেক বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সব আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন। সেটা সেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সর্বশেষ জুলাই অভ্যুত্থানের সময় পেছে। এবারও ডাকসুতে কোন সাংগঠন জিতবে, সেটি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে এই শিক্ষিতালয়ের শিক্ষক হন তিনি। সেই হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রায় পক্ষ বছর। ১৯ বছর বয়সি এই শিক্ষকের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, গণরুমের দখলে ডাকসু ও হল সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে নষ্ট করে। যেমন সিত্রির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আক্রান্তন, আবৃত্তন নানা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজিন দখলকে এসব চর্চা হতো।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাঝেকে ফেরে ডাকসুর অবদান আসামান্য। ছাত্র-শিক্ষক বিতর্ক, আবাদিন-শিল্পী নিয়ে—এগুলো খুব উল্লেখযোগ্য ছিল। শিক্ষার্থীরা এগুলোতে খুব আগ নিতেন। ডাকসু থেকে নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি হয়েছে। তখন টিএসসি খুব মুখরিত থাকত। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাস খুবই প্রাণবন্ত ছিল। ডাকসু শুধু রাজনৈতিক নয়, নানা দিকে অনেক নেতৃত্ব তৈরি হতেছে বলেও উল্লেখ করেন এই প্রবীণ অধ্যাপক। এর একম হিসেবে তিনি বলেন, এখানে একটা অনুশীলনের জায়গা ছিল। সেখান রাজনৈতিক দিকের নয়, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও ক্রীড়াদিকে এমান একটা প্রতিযোগিতার জায়গা ছিল।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

01 September 2025

প্রথম আলো



ছাত্র সংসদ নির্বাচন

প্রচারণার জন্য গান গেয়ে তা ভিডিও করছেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী লানাজু খান। গতকাল ঢাকসু ভবনের সামনে। দীপ মালাকার

প্রচারণার জন্য গান গেয়ে তা ভিডিও করছেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী লানাজু খান। গতকাল ঢাকসু ভবনের সামনে। দীপ মালাকার

'প্রতিরোধ পর্যদের' ইশতেহার

সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ, খাবারের মানোন্নয়ন ও গবেষণায় জোর

প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করেছে কয়েকটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠন-সমর্থিত 'প্রতিরোধ পর্যদ' প্যানেল। গতকাল রোববার বিকেলে মধুর ক্যান্টিনের সামনে ১৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন এই প্যানেলের প্রার্থীরা।

প্রতিরোধ পর্যদের পক্ষে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী হেমন্তরাজ বসু ইশতেহার পাঠ করেন। ইশতেহারে ক্যাম্পাস কমিয়োগের সংস্কার ও ক্ষমতা সৃষ্টি, গবেষণায় প্রাধান্যদান, হলে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি বন্ধ ও আবাসনসংকট দূর করা, নারীবান্ধব ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা, সব ক্যাডিনক্লাস অধিকার নিশ্চিত করাসহ অন্তত অনেক বিষয় উঠে এসেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৯

ইশতেহার ঘোষণা করেন ডাকসুর 'প্রতিরোধ পর্যদ' প্যানেলের প্রার্থীরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ নির্বাচনের তারিখ এখনো ঘোষণা করার কথা বলেছে প্রতিরোধ পর্যদ। সিনেটের কোরাম পূর্ণ করতে ন্যূনতম ২ জন নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধির উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা, সিনেটে ৫ জনের পরিবর্তে ন্যূনতম ১০ জন রাখার বিধান যুক্ত করার কথাও বলেছে তারা।

প্রতিরোধ পর্যদ '৭৩-এর অধ্যাদেশের অসংগতিপূর্ণ ধারা বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলেছে। ছাত্রদের শিক্ষার্থীর মানবাধিকার, মতপ্রকাশ ও সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিতের কথা

তাদের ইশতেহারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতিবিরোধী ছেলেকাটাকাটি-সংঘাতের নিন্দা, উপস্থিতির ভাতের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা এবং অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে প্রতিরোধ পর্যদের ইশতেহারে।

গবেষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুষদভুক্ত প্রতিটি বিষয় বাংলাদেশ সামাজিকভাবে এই প্যানেল বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ যাতে গবেষণা খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়।

হয়ে সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ, পুরোনো ভবন সংস্কার, নতুন ভবন নির্মাণে প্রশাসনকে বাধ্য করা এবং প্রথম বর্ষ থেকেই প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আসন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। হলে জোরপূর্বক রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদা নিলেবা কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য যেন্তা বন্ধ এবং গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং প্রথা নিষিদ্ধ করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঘণ্টাখানেক বরাদ্দ করা।

নারীবান্ধব ক্যাম্পাস নিয়ে বলা হয়েছে, নারী শিক্ষার্থীদের সার্বিক সুরক্ষা, ছাত্রাবাসের জন্য আলাদা ও মডার্ন প্রশাসনকে অধিকার নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে বাধ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের টেন্ডার নিরীক্ষানিরোধী সেল কার্যকর করার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষার্থীদের প্রতি বেলা খাবারে অন্তত ৮০০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি নিশ্চিত করা; ভর্তুকি দিয়ে খাবারের মান বাড়ানো, মান বাড়ানোর কথা এসেছে ইশতেহারে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ডায়ালিসিস বেডসহ ৫০০ শয্যার ট্রমা সেন্টার করার কথা বলেছে প্রতিরোধ পর্যদ।

ক্যাম্পাসে লাইব্রেরি সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত রাখা, সিন্ডিকেট থেকে ভাড়াটে না নিয়ন্ত্রণ অর্থায়নে বাস কেনার কথা বলেছে প্রতিরোধ পর্যদ। তাদের ইশতেহারে বাস চলাচলের পথ (রুট) ও বাস চলাচলের সংখ্যা (ট্রিপ) বাড়ানোর কথাও এসেছে ইশতেহারে।